



অর্থমন্ত্রক

অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা সূচনা উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলির ভাষণ এক মহান জাতির যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত

Posted On: 04 JUL 2017 4:21PM by PIB Kolkata

মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়, উপরাষ্ট্রপতি মাননীয় মঃ হামিদ আনসারিজি, প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি, লোকসভার অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীমতী সুমিত্রা মহাজনজি, আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও দেশের প্রবীণ নেতা শ্রী এইচ ডি দেবেরগোডাজি, মন্ত্রী পরিষদের সকল সদস্য, রাজ্য সরকারের মন্ত্রীরা, আধিকারিকগণ, সংসদ সদস্যগণ এবং এই ঐতিহাসিক উপলক্ষে সমাগত অন্যান্য সুধীবৃন্দ,

এক মহান জাতির যাত্রার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়ায় রয়েছি। পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি'র সূচনা উপলক্ষে এই মধ্যরাতে আমরা একত্রিত হয়েছি। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে উল্লেখ্যপূর্ণ কর তথা অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করতে চলেছি আমরা। জিএসটি'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পৌছানো সূচক করহিসাবে ধরা হতে পারে। কিন্তু ভারতে এটি যাত্রা নতুন করে শুরু হতে চলেছে। এটা এমন এক যাত্রা যেখানে ভারত সীমাহীন সম্ভাবনার উষ্ম জাগরিত হয়ে নিজের অর্থনৈতিক দিগন্তকে প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমের উচ্চতাও বাড়িয়ে নিতে পারবে। পুরনো ভারতবর্ষ ছিল অর্থনীতির দিক থেকে বহুবিভক্ত আর নতুন ভারত সৃষ্টি করবে এককর, এক বাজার এবং এক জাতি ব্যবস্থা।

এটা হবে এমন এক ভারতবর্ষ যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে সমবায়ের মতো করে কাজ করবে আর তারা ভাগকরে নেওয়ার সমৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করবে। এই ভারত তার নতুন ভাগ্য নিজেই রচনা করবে। সারা দেশের পক্ষেই জিএসটি হবে এক গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। জিএসটি পরিষদের ঐকমত্য-ভিত্তিক কাজকর্মের দ্বারা সংবিধান সংশোধনের পেছনে যে সর্বসম্মত সমর্থন এসেছে, তা থেকে বোঝা যায় যে ভারত সংকীর্ণ রাজনীতির ওপরে উঠে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এক সুরে কথা বলতে পারে। সংবিধান সংশোধনের জন্য আয়োজিত বিতর্কের গুণমান এবং তার পরিণামদর্শিতা এই বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেয় যে ভারতবর্ষ এক সঙ্গে মিলে চিন্তা ও প্রাপ্ত মনস্কভাবে কাজকরতে পারে বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

সংবিধান অনুসারে ভারত হ'ল অনেকগুলি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত এক যুক্তরাষ্ট্র। এই যুক্তরাষ্ট্রতখনই শক্তিশালী হবে, যদি রাজ্যগুলি এবং কেন্দ্র বলিষ্ঠ হয়। এটাই কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজমের প্রকৃত অর্থ। জিএসটি চালু করতে গিয়ে কেন্দ্র বা রাজ্য কেউই তাদেরসার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয়নি। তারা কেবল নিজেদের সার্বভৌমত্বকে একসঙ্গে যুক্ত করেঅপ্রত্যাক কর-এর বিষয়ে সম্মেলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাফল্য এনেছে।

কেন্দ্র, ২৯টি রাজ্য এবং নিজস্ব আইনসভা সহ দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও ব্যাপক বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বার্থ সহ এক বৃহৎ ও জটিল বহুদলীয় গণতন্ত্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আমরা সংবিধান সংশোধনের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে বিরাট কর সংস্কার এনেছি ভারতীয় রাজনীতির এক উচ্চতম ঐক্যের প্রদর্শন করে। এমন এক সময়ে আমরা এটা করতে পেরেছি, যখন বিশ্বে বিকাশ মন্ডরতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং কাঠামোগত সংস্কারের অভাব দিকে দিকে দৃশ্যমান। জিএসটি চালুর মাধ্যমে ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে, এইসব শক্তিশালীকরণে জয় করা যায় সকলকে সামিল করা, মুক্তভাব এবং সাহস প্রদর্শনের মাধ্যমে। এই জন্য সংসদের সকল সদস্য, রাজ্য সরকারগুলি, সমস্ত রাজনৈতিক দল, রাজ্যের অর্থমন্ত্রীগণ এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের নিষ্ঠাবান দলগুলি যারা এই ব্যবস্থাকে সফল করে তোলার জন্য অবদান রেখেছে, তাদের প্রশংসা প্রাপ্য এবং তারা সকলের ধন্যবাদার্থ।

মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এই যাত্রার সবথেকে বড় সাক্ষী যা প্রায় ১৫ বছর আগে শুরু হয়েছিল। এন ডি এ সরকার একটি সমিতি গড়ে দিয়েছিল, যার সভাপতি বিজয়কলকর এই সভাগৃহে উপস্থিত আছেন। তিনি ২০০৩ সালে একটি ঐতিহাসিক রিপোর্ট পেশ করে বলেছিলেন যে এদেশে একটি মূল্যবোধ ভিত্তিক অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা জিএসটি নামে চালু করা হোক। ২০০৬ এর বজেটে ইউপিএ সরকার ঘোষণা করেছিল যে ২০১০ - এর আগে এটা চালু করার চেষ্টা করা হবে। আর ২০১১ সালের বজেটে আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি সেই সময় অর্থমন্ত্রীরূপে একে অন্তর্ভুক্ত করে বজেট পেশ করেছিলেন আর তার অব্যবহিত পরেই সংবিধান সংশোধনের জন্য দেশের সামনে রেখেছিলেন যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি নিজেদের অধিকারগুলি একত্রিত করে অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থার রচনা করতে পারে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এভাবে অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থার প্রস্তাব সংবিধান সংশোধনের পর সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটি এতে আরও সংযোজনযোগ্য পরামর্শ দেয়। সেই কমিটির সভাপতি যশবন্ত সিংহ -ও আজ এই সভাগৃহে উপস্থিত। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলির মধ্যে একটা ছিল যে, জিএসটি কাউন্সিল স্থাপন করা হোক যার এক - তৃতীয়াংশ ভোট হবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর দুই তৃতীয়াংশ ভোট হবে রাজ্য সরকারগুলির, কিন্তু যে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হলে তিনচতুর্থাংশ ভোটের প্রয়োজন পড়বে। স্ট্যান্ডিং কমিটির ওই সিদ্ধান্তের ফলে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে সাংবিধানিক দৃষ্টিতে একসঙ্গে কাজ করতে বাধ্য করে, আর এই অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা একপ্রকার সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত হয়।

একটি সমগ্রাল ভূমিকা রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীরা পালন করেন, একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি, আর গোড়া থেকেই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে সব সময়ই এই কমিটির সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় থাকা দলের বিরোধী কোনও দল শাসিত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা। প্রথম সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ অসীম দাশগুপ্ত। তিনিও আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। অনেক বছর ধরে তিনি দেশে এই বিষয়ে সর্বসম্মতি গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অন্নিয় পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আমার হাতেখড়ি এক বৈঠকে হয় তাঁর হাত ধরেই।

অধ্যাপক দাশগুপ্তের পরজন্ম ও কাশ্মীরের আব্দুল রহিম রাথর, তারপর শ্রদ্ধেয় সুশীল মোদী, কেবলের অর্থমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কে এম মানি, আমার মনে হয়, মানি সাহেবও আজ এখানে আছেন! আর তারপর পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের সুযোগ নেতৃত্ব এই অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই ইতিহাস থেকে বোঝা যায় এদেশের রাজনীতি এমন এক পরিপক্বতার উদাহরণ পেশ করেছে, এর সবথেকে বড় প্রমাণ হল সংবিধান সংশোধনের জন্য আনা প্রস্তাব সংসদের উভয় কক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে জি এস টি কাউন্সিলের সৃষ্টি হয়েছে। কাউন্সিলের প্রথম কাজ ছিল কেন্দ্র এবং সকল রাজ্যের জন্যে আইন তৈরি করা। সেই সকল আইন তৈরি হলে আলাপ আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর সকল রাজ্যের বিধানসভা একে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে, সংসদের উভয় কক্ষ একে আবার সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করে। তবেই এটির পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ আমাদের সামনে আসে। ইতিমধ্যে জি এস টি কাউন্সিল এর ১৮ বার বৈঠক হয়েছে। অনেক বৈঠক তো সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দু-তিন দিন ধরে চলেছে। কিন্তু এত সূচকভাবে হয়েছে যে একবারও ভোট করতে হয়নি। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে ২৪ টি রেগুলেশন মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রের অধিকার ক্ষেত্রগুলিকে সুনিশ্চিত করে। ১২১১ টি পণ্যের ওপর প্রযোজ্য কর ঠিক করতে হতো। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁরা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেন যাতে দেশের গরিব মানুষের ওপর কোনও চাপনা পড়ে। পাশাপাশি যে রাজ্য কর বাবদ বছরে যত টাকা তুলতো কমপক্ষে সেই পরিমাণ কর যাতে এরপরও তুলতে পারে তা - ও সুনিশ্চিত করা হয়েছে। সমতার আদর্শ, করনিরপেক্ষতা এবং দরিদ্রদের চাপ মুক্ত রাখা এই তিনটি বিষয় মাথায় রেখে সর্বসম্মতিক্রমে গড়ে তোলা এই ব্যবস্থা থেকে স্বাভাবিকভাবেই দেশ লাভবান হবে।

আজ কেন্দ্র ও রাজ্য মিলিয়ে মানুষকে ১৭ ধরনের কর দিতে হয়, ২০ ধরনের সেস দিতে হয়, এগুলির জন্যে আলাদা আলাদা রিটার্ন ভরতে হয়, প্রতিটির জন্যে ভিন্ন কর আধিকারিকের দ্বারস্থ হতে হয়। এই সব সমাধা করে এখন থেকে একটিই কর দিতে হবে বাড়িতে বা অফিসে বসে সফটওয়্যারের মাধ্যমে রিটার্ন জমা দিলেই হবে। কোনও আধিকারিকের কাছে যেতে হবে না। শুধু ওই সফটওয়্যারে নাম নথিভুক্ত করে প্রতি মাসের দশতারিখে নিজস্ব কম্পিউটারের সামনে বসে একটি ফর্ম ভরে জানাতে হবে যে গত মাসে আপনার কোন খাতে কত টাকা লেনদেন হয়েছে। ফলে একটি করের ওপর আরেকটি কর চাপার সমস্যাও আর থাকবে না।

দেশের নানা রাজ্যে নানারকম কর আর নানা রাজ্য সীমান্তে চুঙ্গি- নাকায় পণ্যবাহী লরির লাইন আর থাকবে না। সারা দেশের মানুষ বাধাহীন পণ্য ও পরিষেবার সুযোগ পাবেন।

এর আরেকটি লাভ হল, একবার কর দিয়ে দিলে ইনপুটের ওপর আউটপুট স্তরে আপনার লাভ হ ও যা শুরু হবে। দ্রব্যমূল্যের ওপর ও নিয়ন্ত্রণ রাখা যাবে। কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন হবে, দর আগের তুলনায় হ্রাস পাবে। দেশের জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কোষাগারে যে অতিরিক্ত অর্থ আসবে তা দেশের গরিবদের সেবায় কাজে লাগানোর সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সকল সাংসদ ও বিধায়করা মিলিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করায় আমি বিশেষভাবে তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জিএসটি কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, সকল রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রীগণ অনেকবার একত্রিত হয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে দ্রুততার সঙ্গে এটিকে বাস্তবায়িত করেছেন, দেশে কেউ ভাবেনি যে আপনারা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই লক্ষ্যে পৌছবেন। প্রতিশ্রুতি মতো এলা জুলাই তারিখে এটি চালু করার জন্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা দিনরাত এককরে কাজ করেছেন। আমি বিশেষভাবে সেই আধিকারিক ও তাঁদের সহযোগী সকল কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আর আজ আপনারা, সমস্ত সাংসদরা সকলে এই মাঝরাত্রে এই সভাগৃহে এসেছেন, আপনারদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাবো যে তিনি আপনারদের এবং আপনারদের মাধ্যমে গোটা দেশকে এই বিষয়ে সজ্ঞান করুন। ধন্যবাদ।

(Release ID: 1494478) Visitor Counter : 2

Background release reference

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি'র সূচনা উপলক্ষে এই মধ্যরাতে একত্রিত



